মেলা মৌসুমি ধান্দা

wi‡cvU : e`i"‡ÏvRv eve

দল যখন ক্ষমতায় তখন দলীয় নেতা-কর্মীরা 'সুবর্ণ সুযোগটি' কাজে লাগাতে চায়। বনে যেতে চায় কোটিপতি। বের করে নিত্য নতুন 'ধান্দা'।

কোটিপতি হবার শর্টকাট ফর্মুলায় রাজনৈতিক কানেকশন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়া পৌছাতে পারবেন না আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। যদি রাজনৈতিক ভিত্তি হয় মজবুত তাহলে আপনাকে ঠেকায় কে! সেক্ষেত্রে আপনাকে ঠিক করতে হবে টাকাটা কামাবেন কোন 'পথ' দিয়ে। পথটি খুঁজে নিতে হবে আপনাকে। এমনই একটি পথ হচ্ছে মেলা। মৌসুমি মেলা। হতে পারে সেটি বস্ত্রমেলা কিংবা অন্য যে কোনো কিছু।

মেলা করার জন্য প্রথমে আপনার যে জিনিসটি দরকার সেটি হচ্ছে জায়গা। ঢাকা শহরে মেলা করার জন্য জায়গা পাওয়া কঠিন। যদি ক্ষমতাসীন দলের হন তাহলে আপনার জন্য একটি বড় মাঠের ব্যবস্থা করা কোনো ব্যাপারই না। শুধু খুঁজে বের করতে হবে রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে কোথায় আছে আপনার পছন্দসই জায়গাটি। সিটি কর্পোরেশন, গণপূর্ত, ক্রীড়া পরিষদ কিংবা বাংলাদেশ রেলওয়ের মতো সরকারি সংস্থার ঢাকা শহরে কয়েকটি মাঠ, জায়গা আছে বিভিন্ন এলাকায়। পছন্দ করুন আপনি মেলাটি কোথায় করতে চান। এবার আর কোনো চিন্তা নেই। আপনি কোটিপতি হবার ক্ষেত্রে অর্ধেক রাস্তা ইতিমধ্যে পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন! পছন্দের জায়গাটি যে সংস্থার অধীনে সে সংস্থার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নিশ্চয়ই চেনেন। কারণ সে তো আপনার দলেরই একজন। সম্পর্ক ভালো হলে কাজ হবে দ্রুত। বিদ্যুতের মতো। সম্পর্ক অতোটা গভীর না হলেও চলবে। দলীয় লোক হিসেবে আপনার গ্রহণযোগ্যতা তার না বোঝার কথা নয়। মন্ত্রীর সুপারিশ করা চিঠি পৌঁছে দেন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার হাতে। নামমাত্র মূল্যে পেয়ে যাবেন মেলা করার জন্য আপনার পছন্দসই জায়গাটি।

মেলার ক্ষেত্রে আয় আসবে দু'দিক থেকে। যেসব দোকানি মেলায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের কাছ থেকেই মূল টাকাটা আসবে। এটা এককালীন টাকা। ১৫ হাজার, ২০ হাজার, ২৫ হাজার যার কাছ থেকে যেমন নিতে পারেন। খুপরি ঘরের মতো বেশি বেশি দোকান বসিয়ে দেবেন। বাকি অর্থ আসবে প্রবেশ মূল্যের আয় থেকে। মেলায় দর্শনার্থীদের প্রবেশের জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই ৫ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত প্রবেশ টিকেটের মূল্য ধরতে পারেন। টিকেটের দাম কত ধরলেন সেটা বলার কিংবা দেখার জন্য কেউ নেই। গড়ে প্রতিদিন ১৫-

২০ হাজার টাকা আয় করতে পারবেন। সামান্য কিছু মাঠ ভাড়া ও অন্যান্য খরচ বাদে পুরো টাকাটাই চলে আসবে পকেটে। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যদি টাকাটা 'হালাল' করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আরেকটি ফন্দি খাটাতে হবে আপনাকে। চ্যারিটি মেলা করে দিতে পারেন আপনার মেলাটিকে। সবাইকে জানিয়ে দেন, মেলার অর্জিত অর্থ দুস্থদের কল্যাণে ব্যয় হবে। এবার আর কোনো বাধাই থাকলো না টাকাগুলো পকেটে নিতে।

লাখপতি, কোটিপতি হবার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হতে পারে! একটি মেলা করে কয়েক লাখ টাকার মালিক বনে যাবেন আপনি! দল ক্ষমতায় থাকাকালীন প্রতি বছর কয়েকটি মেলা করতে পারলে কোটিপতিদের কাতারে আপনি হবেন একজন।

সম্প্রতি মেলা করার এই ট্রেন্ডটি চালু হয়েছে। বাণিজ্য মেলা, বৈশাখী মেলার পাশাপাশি নগরে আরো কিছু মেলার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি। মানিক মিয়া এভিনিউর টিএন্ডটি সংলগ্ন মাঠে গত দুই মাস ধরে মেলা চলছে। বলা হচ্ছে বিজয় মেলা। বিক্রি হচ্ছে শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, শোপিস। পুরো রোজার মাস থেকে ঈদ পর্যন্ত এই স্থানেই চলেছে তাঁত বস্ত্রমেলা। আয়োজন ও পরিচালনায় ছিলো। ক্ষমতাসীন দলের একটি অঙ্গ সংগঠন। জাতীয়তাবাদী তাঁতীদল। মেলা করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল আলী মৃধা এমপিকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'দেশীয় তাঁতের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমরা মেলা করে থাকি। মেলায় দেশের বিভিন্ন জেলার তাঁতীরা তাদের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপনের সুযোগ পায়। আমরা সে সুযোগটি করে দিয়েছি মাত্র।'

১৯৮০ সালে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের সূচনা হলেও এ পর্যন্ত এই সংগঠনের ব্যানারে মেলা হয়েছে চারটি। ২০০৩ সালে রোজার মাসে মানিক মিয়া এভিনিউস্থ টিএন্ডটি সংলগ্ন মাঠে তাঁত বস্ত্রমেলা করে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদল। এই বছরও একই ধরনের মেলার আয়োজন করেন তারা। সভাপতি আব্দুল আলী মৃধা দেশীয় তাঁতের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর কথা মুখে বললেও কার্যত উদ্দেশ্য সেটি নয় তা বুঝতে কারোরই ভুল করার কথা নয়। দীর্ঘ ২৪ বছর দলটির অস্তিত্বের কথা সভাপতি বললেও এর কোনো ধরনের কার্যক্রমের কথা তিনি বলতে পারেননি। যে সাধারণ তাঁতীদের কথা বলে তারা মেলার আয়োজন করে তাদের খবর নেয় না সারা বছর। দল ক্ষমতায় আসার পর জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের মেলা করার 'প্রকৃত উদ্দেশ্য' সহজেই বোধগম্য।

হিসাবটি মিলে যায় খুব সহজেই। সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সূত্রের সঙ্গে কথা বলে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের মেলা থেকে অর্জিত অর্থের হিসাব দাঁড় করা যায় অনায়াসে। মানিক মিয়া এভিনিউস্থ টিএন্ডটি সংলগ্ন মাঠটি গণপূর্ত বিভাগের। মন্ত্রী মীর্জা আব্বাসের সুপারিশক্রমে জাতীয়তাবাদী তাঁতী মাঠটি প্রতিদিন ৫ হাজার টাকা হিসাবে এক মাসের জন্য ভাড়া নেয়। মাঠটিতে আশপাশের এলাকার (ইন্দিরা রোড, মণিপুরীপাড়া) ছেলেমেয়েরা ক্রিকেট, ফুটবল খেলতো। তাদের কথা চিন্তা না করে গণপূর্ত বিভাগের মন্ত্রী মাঠটি দিয়ে দেন তার দলের এই অঙ্গ সংগঠনটিকে। আশপাশে মার্কেট না থাকার কারণে মাঠটিতে তাঁত বস্ত্র মেলা যে জমবে তা জানতো ব্যবসায়ীরা। তার ওপর ঈদের মাস। জাতীয়তাবাদী তাঁতীদল ৭০টিরও বেশি দোকানিকে নিয়ে পুরো এক মাস মেলাটি চালায়। ১৫ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত একেক দোকানি থেকে নেওয়া হয়। এ তথ্য জানা যায়, মেলায় অংশগ্রহণ করা দোকানিদের কাছ থেকে। হিসেবের সুবিধার্থে যদি ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা করে হিসাবে করি তাহলে ৭০টি দোকান থেকে তাঁতীদলের আয় ছিলো ১০ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মেলায় প্রবেশ মূল্য ছিলো ৫ টাকা করে। পুরো মাসে ধরেই মেলায় প্রচুর ক্রেতার সমাগম হয়েছে- এ বক্তব্য দোকানিদের। গড়ে যদি প্রতিদিন তিন হাজার টিকেট বিক্রি হয় তাহলে ৫ টাকা হিসেবে প্রতিদিনের আয় দাঁড়ায় ১৫ হাজার টাকা আর মাসে দাঁড়ায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। দোকান প্রবেশ মূল্য মিলিয়ে আয় হয়েছে ১৫ লাখ টাকার ওপরে। এবার খরচগুলো বাদ দিলে জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের 'প্রকৃত উদ্দেশ্য'টি বের হয়ে আসবে। দিনে ৫ হাজার টাকা করে মাসে ভাড়া বাবদ তাদের খরচ হয়েছে দেড় লাখ টাকা। বিদ্যুৎ বিল, মেলা পরিচালনার জন্য যদি আরো সাড়ে ৩ লাখ খরচ ধরি তারপরও তাঁতীদলের এক মাসের আয় দাঁড়ায় ১০ লাখ টাকায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের সভাপতি বলেছেন অন্য কথা। তিনি লাভের এই হিসাব স্বীকার করেননি। তিনি বলেন, 'মেলা থেকে খুব একটা লাভ হয়নি। তাঁতীরা সাধ্যমতো একেকজন একেক রকম টাকা দিয়েছে। কেউ কেউ ফ্রিও দোকান দিয়েছে। মেলা শেষে নূন্যতম একটি টাকা ধরিয়ে দিয়েছে। মাঠ ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, মেলা পরিচালনা করে খুব বেশি লাভ আমাদের হয়নি। যা লাভ হয়েছে তা আমাদের সঙ্গে জড়িত তাঁতীদের ঈদ

করার জন্য দিয়ে দিয়েছি। আমরা কোনোভাবে লাভবান হইনি।' আব্দুল আলী মৃধা কোনোভাবেই লাভের অঙ্ক প্রকাশ করেনি। উপরের দেওয়া হিসাবটি তাকে দেওয়ার পরে তিনি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'আপনি তো শুধু লাভের হিসাব করলেন। খরচটা তো দেখলেন না। মেলা পরিচালনায় অনেক টাকা খরচ হয়। তার ওপর আমরা মেলা জমানোর জন্য অনেক বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করেছি। সেখানেও অনেক টাকা খরচ হয়েছে। লাভ খুব একটা হয় না।'

তাঁতীদলের মেলা করে লাভ-লোকসানের হিসাব করার কেউ নেই। লাভের এই অর্থ

শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়, কার পকেটে যায় তার খোঁজ কেউ রাখে না। যে তাঁতীদের নাম ভাঙিয়ে এ সংগঠন চলে তাদেরও হিসাব চাওয়ার সাধ্য নাই। লাভের এই অংশ পৌঁছায় না তাদের কাছে, কারণ তারা জানে শুধু লোকসানের খবর। যদি লাভই না হবে তাহলে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর মেলা করার প্রতি এত আগ্রহ কেন? মানিক মিয়া এভিনিউয়ের পাশে তাঁতবস্ত্র মেলা করার পাশাপাশি এই সংগঠনটি একই সময় মেলা করে মিরপুর স্টেডিয়ামের দক্ষিণ চত্বরে। লাভের হিসাব সেখানেও প্রায় অভিন্ন।

মিরপুরবাসীর দম নেওয়ার জন্য জায়গা আউটার স্টেডিয়ামের ঐ জায়গাটুকু সম্বল। বিকালে মানুষ হাঁটতে, বসতে আসে এখানে। সেখানে তাঁতীদল মেলা করার জন্য অনুমতি নেয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে। ক্রীড়া পরিষদ সূত্র জানায়, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে জাতীয়তাবাদী তাঁতীদল মেলা করার জন্য মিরপুর স্টেডিয়ামের দক্ষিণ চত্বর নেওয়ার আবেদন জানায়। স্টেডিয়াম চত্বরে মেলা করার নিয়ম না থাকলেও মন্ত্রীর সুপারিশে তাঁতীদল মেলা করার অনুমতি পায়। ২৫ হাজার টাকায় ১৫ দিনের জন্য তাঁত ও বস্ত্র মেলা হিসেবে মেলা শুরু করলেও এক মাসের বেশি দিন তারা মেলা করে। হিসাবের বাইরে মেলা করার জন্য বাড়তি টাকা দিয়েছে কিনা এ প্রশ্ন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে করলে তিনি জানান, মেলার অনুমতি দেওয়ার আগে তাদের কাছে থেকে আরো ২০ হাজার টাকা জামানত হিসেবে রাখা হয়। এই অর্থই ক্রীড়া পরিষদ বাকি দিনের ভাড়া হিসেবে দরকার হলে রেখে দেবে। তাঁতীদলের মিরপুরের মেলা থেকেও লাভ হয় ১০ লাখের ওপরে। স্বাভাবিকভাবেই অঙ্কের হিসাবে আরো বাড়তে পারে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী তাঁতী দল লাভ হয় না বলেই জানিয়েছে ২০০০কে।

মানিক মিয়া এভিনিউস্থ টিএন্ডটি সংলগ্ন মাঠে তাঁত ও বস্ত্র মেলা শেষ হবার কয়েক দিন পরেই এই সংগঠনটি আবার শুরু করে বিজয় মেলা। ঈদের পরে শুরু হওয়া বিজয় মেলা এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শেষ হয়নি। তবে এবারকার মেলা জমেনি। যেমনটি জমেছিলো তাঁতবস্ত্র মেলা। অংশগ্রহণকারী দোকানদারদের কাছ থেকেও গতবারের তুলনায় কম টাকা নেওয়া হয়। মেলা না চললেও তাঁতীদল লাভের জন্য শুরু করে র‍্যাফেল ড্র'র নামে 'জুয়া' খেলা। ২০ টাকা দিয়ে একটি টিকেট কিনে আয় করতে পারেন মোটর সাইকেল-এ ধরনের হাতছানি দিয়ে প্রতিদিন তারা ড্র'র আয়োজন করে। সাড়াও পাওয়া যায় প্রচুর। মোটরসাইকেল, ফ্রিজ, টেলিভিশন ছাড়াও তারা প্রতিদিন বিজয়ীদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কারের লোভ দেখায় তারা। প্রতিদিন সকাল থেকে মানুষ টিকেট কিনে অপেক্ষা করে ড্র'র জন্য । দিন মজুররা সারাদিনের পরিশ্রম করা উপার্জন এনে হারিয়ে ফেলে এই র‍্যাফেল ড্রতে। মেলার ভেতরে এ ধরনের জুয়া খেলা ঠিক কিনা এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের সভাপতি আব্দুল আলী মৃধা বলেন, 'এটা আবার জুয়া হবে কেন? তাহলে মার্কেটগুলো কি করে? তারাও তো র‍্যাফেল ড্রয়ের আয়োজন করে। শপিং সেন্টারগুলোর র‍্যাফেল ড্র আর মেলার এই র‍্যাফেল ড্রয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশাল। মেলায় প্রতিদিন খেলা হয় নগদ টাকায়। পথে বসে অনেক মানুষ আর লাভবান হয় সরকার সমর্থিত দলের এসব নেতারা।

ভবিষ্যতেও আরো মেলা করার ইচ্ছা আছে তাদের। জানা যায়, চট্টগ্রামেও তারা মেলা করবে। সরকারও হয়তো অনুমতি দেবে। এভাবেই লাখোপতি, কোটিপতি হচ্ছে কিছু লোক। ধানমন্ডি, কলাবাগান মাঠেও মেলা চালায় ক্লাবগুলো। সিটি কর্পোরেশন তাতে আপত্তি জানিয়েছে বলে জানায় সিটি কর্পোরেশন সূত্র। খেলার নামে মাঠ বরাদ্দ নিয়ে মেলা চালিয়ে লাখ লাখ টাকা লাভ করার কথা না থাকলেও ক্লাবগুলো প্রতি বছরই তা করে থাকে।

আস্তে আস্তে শহরের অলি-গলিতে বিভিন্ন সংস্থার যে জায়গা আছে সেখানেও ঢুকে পড়ছে সুযোগ সন্ধানীরা। শিশু-কিশোরদের খেলার জায়গাও থাকছে না এসব ধান্দাবাজদের কারণে। এসব বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। দরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালার।

ছবি : **খালেদ সরকার**